সমকাল

তারিখ ... 28 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ ...

শিক্ষক অনাবশ্যক বিষয় আবশ্যিক!

■ সাব্বির নেওয়াজ

মাধ্যমিক স্তরে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' (আইসিটি) বিষয়টিকে পড়ানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ২০১২ সালে। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে আধুনিক প্রযুক্তি-জ্ঞানে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে গড়ে তুলে দেশকে এগিয়ে নিতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়। বাংলা, ইংরেজি ও গণিতের মতো এই বিষয়টিও তাই আবশ্যিক বিষয় তখন থেকে। অথচ সারাদেশের স্কুল-কলেজে এ বিষয়ের শিক্ষক নেই বললেই চলে। অন্য বিষয়ের শিক্ষকদের সংক্ষিপ্ত একটি প্রশিক্ষণ দিয়েই 'আইসিটি' বিষয়ে পড়ানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একজনও আইসিটির শিক্ষক নেই এমন সরকারি মহাবিদ্যালয় দেশে মোট ৩১১টি। আর এমন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রায় সাড়ে তিনশ'। আইসিটি বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করার পঞ্চম বছরে এসেও সরকারি স্কুল-কলেজ শিক্ষক নিয়োগ দিতে ব্যর্থ হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া দেশের এমপিওভুক্ত ১৬ হাজার ৯টি বেসরকারি স্কুলের মধ্যে সাড়ে আট হাজার স্কুলেও আইসিটির কোনো এমপিওভুক্ত শিক্ষক নেই। মাদ্রাসা রয়েছে ছয় হাজার ৪৭১টি। এর মধ্যে শিক্ষক নেই পাঁচ হাজারটিতে। বেসরকারি অর্ধেকের বেশি কলেজেও আইসিটির শিক্ষক নেই। এদিকে প্রায় ১৮০০ আইসিটি পাঠদানকারী শিক্ষককে এমপিওভুক্তির দাবিতে ১৫ মে থেকে ক্লাস বন্ধ রেখে রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে টানা অবস্থান ধর্মঘট করছেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা। আবশ্যিক বিষয় হলেও আইসিটি বিষয়ে পাঠদানকারী এসব শিক্ষক সরকারি কোনো বেতন-ভাতা পান না।

প্রবীণ শিক্ষকরা বলছেন, কোনো আবশ্যিক বিষয়ে সরকারি বেতন-ভাতা না দেওয়ার ঘটনা এর আগে আর কখনও দেখা যায়নি। ২০১২ সালে এ বিষয়টি আবশ্যিক ঘোষণা করার আগে এর নাম ছিল 'কম্পিউটার শিক্ষা'। ২০১১ সালের একটি সরকারি সিদ্ধান্তের কারণে এ বিষয়ের শিক্ষকরা আইসিটির শিক্ষক হলেও এমপিওভুক্তি পাচ্ছেন না। একই বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এমন পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তের কারণে এ দুর্গতিতে পড়েছেন এ শিক্ষকরা। ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

শিক্ষক অনাবশ্যক, বিষয় আবশ্যিক!

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

নতুন নিয়োগে এমপিওভুক্তি বন্ধ : ২০১১ সালের ১২ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক পরিপত্রে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার অতিরিক্ত শ্রেণী, শাখা ও বিভাগ খোলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি বন্ধের সিদ্ধান্ত জানানো হয়। পরিপত্রটিতে বলা হয়, এভাবে কোনো শিক্ষক নিয়োগ দিলে তার বেতন-ভাতা সরকার বহন করবে না। এরপর থেকেই আইসিটির শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি বন্ধ রয়েছে। সরকারি বেতন-ভাতা না থাকায় এ পদে যোগ্য শিক্ষক পাচ্ছে না দেশের বেশিরভাগ স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা। ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাওয়া বর্তমান সরকারের শুভ উদ্যোগটি শুরুতেই মুখ থুবড়ে পড়ছে। এ নিয়ে শিক্ষকদের হতাশার প্রভাব পড়ছে শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রেও।

যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার আগেই আবশ্যিক! : একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান সমকালের সঙ্গে আলাপকাল স্বীকার করেছেন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হলেও এ বিষয়টির শিক্ষাদান নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। কোনো রকম আগাম প্রস্তুতি না নিয়েই কোনো রকমে পাঠ্যবই ছেপে বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থাও এমপিওভুক্তিতে রাখা হয়নি। আর ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে সারাদেশের মাধ্যমিকের প্রায় চার কোটিরও বেশি শিক্ষার্থীকে। কেবল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থাও একই রকম। ২০১২ সাল থেকে এ বিষয়টি পাঠ্যক্রমে বাধ্যতামূলক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও কোনো শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি। সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সরকারি কলেজ এবং মাদ্রাসা সব ক্ষেত্রেই এই অবস্থা।

পদ সৃষ্টি করতে হবে : এ প্রসঙ্গে মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন সমকালকে বলেন, 'কলেজে আইসিটির শিক্ষক না থাকলেও ততটা সমস্যা হচ্ছে না। পদার্থবিদ্যা বিষয়ে যারা পড়ান, তারা এ বিষয়টি পড়াতে পারছেন। এ ছাড়া শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তবে মাধ্যমিকে সমস্যা হচ্ছে।' সরকারি স্কুলে এ পদে নিয়োগ দিতে হলে নিয়োগবিধি পরিবর্তন করতে হবে বলে তিনি জানান। ৩৬তম বিসিএসে আইসিটির শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে পিএসসিকে বলা হয়েছিল। পিএসসি জানিয়েছে, পদ সৃষ্টি ছাড়া এভাবে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাবে না।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন সমকালকে বলেন, 'এসব পদ সৃষ্টির জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।'

সরকারি কলেজের শিক্ষকদের সংগঠন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মহাসচিব আই কে সেলিম উল্লাহ খন্দকার সমকালকে বলেন, 'আইসিটির বিষয়ে শিক্ষক না থাকায় অন্য বিষয়ের শিক্ষককেই এটি পড়াতে হয়।'

আইসিটি শিক্ষক সংগঠনের বক্তব্য : মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার গাংনালিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আইসিটির শিক্ষক ও বাংলাদেশ এমপিওবঞ্চিত আইসিটি শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি মো. আশিকুজ্জামান সমকালকে বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের বিগত আমলে ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাধ্যমিক পর্যায়ে সর্ব প্রথম কম্পিউটার শিক্ষা সাবজেক্টটি চালু করেন। এর ধারাবাহিকতায় প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একজন করে কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। শেখ হাসিনা এবার ক্ষমতায় এসে ২০১২ সালে আইসিটি সাবজেক্টকে আবশ্যিক করেছেন। শিক্ষকরা প্রতিটি বিদ্যালয়ে এখন মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে প্রজেক্টরের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করছেন। অথচ আমলাদের সিদ্ধান্তে ২০১১ সালের এক পরিপত্র জারি করে তাদের সরকারি বেতন-ভাতা দেওয়া হচ্ছে না।

নড়াইল সদরের কামালপ্রতাপ এসজে ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশনের আইসিটির শিক্ষক ও বাংলাদেশ এমপিওবঞ্চিত আইসিটি শিক্ষক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এসএম শামীমুর রহমান সমকালকে বলেন, সারাদেশে প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার আইসিটি শিক্ষক রয়েছেন। তাদের মধ্যে ১৯৯৬ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত নিয়োগ পাওয়া প্রায় ১১ হাজার শিক্ষক এমপিওভুক্ত রয়েছেন। কিন্তু স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোতে ২০১১ সালের ১৩ নভেম্বরের পরে নিয়োগ পাওয়া প্রায় ১৮০০ শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করা হচ্ছে না। এর প্রতিবাদে তারা ক্লাস বন্ধ রেখে ১৫ মে থেকে রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে টানা অবস্থান ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছেন। দাবি পূরণ না পর্যন্ত ধর্মঘট অব্যাহত রাখবেন।

আইসিটি শিক্ষায় নৈরাজ্য : শিক্ষক নিয়োগ ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না দিয়েই শিক্ষা মন্ত্রণালয় এভাবে নতুন বিষয় চালু করায় শিক্ষার্থীরা নৈরাজ্যের মধ্যে পড়েছে। তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে, কিন্তু কিছুই শিখছে না। সৃজনশীল পদ্ধতি চালু নিয়েও একই অবস্থা তৈরি করেছে মন্ত্রণালয়। শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না দিয়েই শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি। এতে ভোগান্তি হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বাধ্যতামূলক এই 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' পাঠ্যবইয়ের অন্যতম লেখক মোস্তাফা জব্বারও শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তাসহ একাধিক বিষয় তুলে ধরেছেন। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোনো পরামর্শই আমলে নেয়নি।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রথমে ষষ্ঠ শ্রেণীতে, ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণিতে ও ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে, ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম শ্রেণীতে ও ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' নামক নতুন এ বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত ও বাধ্যতামূলক পাঠ্য করা হয়েছে। মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান তিন বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্যই এ বিষয়টি বাধ্যতামূলক। কয়েকজন প্রধান শিক্ষক বলেন, 'মনে হচ্ছে, এ সাবজেক্টটি বাধ্যতামূলক করেই যেন সরকার তার দায়িত্ব শেষ করেছে। কিছু শিক্ষককে শুধু প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু শিক্ষক নিয়োগ হয়নি।'